পুনশ্চঃ গানের ভাষা

ডঃ খায়রুল হক চৌধুরী

আমি বলব গান মানুষের শ্রেষ্ট আবিস্কার। গানের ভাষার আবেদন অনেক ব্যাপক। সেই ভাষা মানুষকে দান করে পারলৌকিক অনুভূতি-নির্ভর এক পাওয়ার। যা আমাদের ইন্দ্রীয়ানুভূতিকে বাধ্য করে কিছুটা হলেও আমাদের যুক্তিবাদী ফেকালটিকে বন্ধ রাখার জন্য। এক খানি ভাল গান শ্রুতা ও গায়কের জন্য সৃষ্ঠি করে এক অপরুপ শব্দ ও সুরের আবহ।

সেহেতু, গানের বানী সেই আবিস্কারের সূচনা মাত্র - সুর ও গায়কী আমাদেরকে নিয়ে যায় gallaxy অথবা সাত আশমান পানে। আমরা পরম স্রষ্টার সৃস্টির একটু সৃস্টিস্বাদ গ্রহনের সাহস সঞ্চয় করি।

যেমন, বিগত কিছুদিন ধরে আমি শুনছি ১৯৫০দশকে মহাম্মদ রফির গাওয়া বিখ্যাত ফিল্ম *দুলারীর* একটি গানঃ *সোহানি রাত হর চুকি - না জানে তুম কব আওঙ্গে।* যার বাংলা হবে: *সুন্দর রাত নেমে আসছে পৃথিবিতে; জানিনা তুমি কখন আসবে?* গানের বাণী একেবারেই mundane, অথচ রফির গলা এবং সুর গানটিকে দান করে এক নান্দনিক improvised transcended অনুভূতি। যার তুলনা নেই।

অথবা, নাম না জানা শিল্পীরঃ '*তোমার চোখের কাজলে আমার ভালবাসার কথা লিখা থাকবে! জানি থাকবে! আর আমায় ভালবাসবে।*' এই গানেও বানী খুব একটা উচ্চাংগের নয় - কিনতু, সানাই এবং গলার প্রভাবে বুকের ভিতরটা দুমরে মুচরে দেয়। Not necessarily, আপনার জীবনে এ রকম কোন দূরঘটনা ঘটেছে। কারণ, "our sweeest songs are those which tell our saddest thoughts"। এখানেই সংগীতের মাহাত্য।

আবার, দুশো বছরের পুরানো Western বীটোফেনের পিয়ানোতে তিন তারের সমাহারে সৃষ্টি সুরের ধূম্রজাল প্রকাশ করে মানুষের অন্তরনিহিত turbulence। তার সমসাময়িক Barhmsএর বিশটা সুর যা কিনা তার পিয়ানোকে বিদায় হিসেবে বিবেচিত, কিন্তু, এই সুরগুলো শিল্পির ভাষায়, 'the cradle songs of my sufferings." শুধূ পিয়ানো ricital এর জন্য নয় বরঞ্চ সারবজনীন এবৎ মানবিক কস্টবোধ ধারণ করে তাহা হয়ে উটে সবমানুষের বোধগম্য। গানের ভাষার রয়েছে সেই অপার শক্তি।

গানের ভাষা সম্মন্দে কথা বলতে গিয়ে আমার প্রয়াত মাকে মনে পড়ছে। আমার মা ভোর রাতে পবিত্র কোরান শরিফ সুর করে পাঠ
করতেন। তার সুরেলা গলার সেই তেলাওথ আজও কানে ভাসে:

ফাবি আইই আলা ঈ রাব্বি কু মা থুক্কাজ্জীবান
(*অতঃপ র, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান অসসীকার করবে*।)

আবার দুপুরে তিনি শুনতেন:
পংকজ মল্লিকের রবিন্দ্রসংগীত:
আমি চ্চঞ্চল হে সুদুরেরও .....

অথবা দেববত বিশশাস এর:
আকাশ ভরা সুরয তারা -

কখন বা মেহেদি হাসানের গজলঃ
মদহুস হায় জমানা
জিন্দেগি হায় শরাবি
- পাগল করলিয়া মুজে!
যার বাংলা অনুবাদঃ
এই সময় হয়েছে মাতাল
যেথা জীবন মাদক-সম
- আমাকে পাগল করে দিয়েছে!

আমি Dhaka Uni তে প্রবেশ করার পর একবার মাকে শুধালাম, 'মামজান, আপনি কি কোরানের

আয়াতের মানে জানেন? উত্তর - "অবশ্যই জানি। আমি তেলাওৎ করার সময় শব্দের recitation এর মাধ্যমে যে শব্দ-আবহের সৃস্টি হয় তাই হচ্ছে পারথনার গভীর অনুভূতি - সেই উপলব্দি devotion and submission এনে দেয়। মানুষের আত্তার ফ্রিডম আসে সেই মূহূরতে।" এই আবহকে সংগিত বিশারদরা sound-induced transcended moment হিসেবে বরননা করেন।

গ্রীক ট্রেজেডী as a genre উদভভ হওয়ার ইতিহাস ঘাটলেও দেখা যায়, পুরাকালে মানুষরা তাদের অন্তরের প্রচন্ড দুঃখবোধ বাহিরে আনার জন্য তুমুল বাদ্য-বাজনার সৃষ্ঠি করত - যা আত্তার কষ্ঠ লাঘব করত। সংগীত হচ্ছে synthesis of human voice, instrumental-orchestration and words। বাণী হচ্ছে একটা constituent item - সব প্রপ মিলে হয় সংগীতের ভাষার সৃষ্ঠি। মানুষের আত্তার খোরাক। তাই তো সংগীতের ভাষা সব মানুষের জন্য।

আমি কবি শহীদ কাদরীর একটা লাইন ব্যবহার করে ইতি টানব:
"স ংগীতরুপী অতিমানবী! আমি তোমার ডাগর নান্দনিক সৌন্দয ´
আকুল আজলা দিয়ে পান করে মৃত্তুকে 'তফাৎ যাও' বলার সাহস সঞ্চয় করি!"

মিনটো - ১৫ অক্টোবর ২০০৯।

লেখক বরর্নস্ফটের কাছে কৃতজ্জ।